ডাঃ চৌধুরী ও কিছু স্মৃতি কথা

জয়নাল আবেদীন

জীবন আর মৃত্যুর মাঝের দূরত্ব যে কত কম তা বেশীর ভাগ সময়ই মনে থাকে না । ৭০-৮০ বছরের কাঙ্খিত নিরুপদ্রব ও অনির্ধারিত এক সময়কে সামনে রেখে জীবনের পথ চলা হয় শুরু । পুলকিত আশা-আকাংখা আর স্বপ্ন-বিলাসের এক আলোক উদ্ভাসিত জীবনের কল্পনায় বিভোর হয় বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন প্রায় প্রতিটি মন ও মনন। বাস্তবে সবার অলক্ষ্যেই নিয়তির হাতে রচিত হয় জীবনের সত্যিকার ফুললিত কিংবা কঠিন-কঠোর গদ্যের এক পটভূমি। কখনো স্বপ্ন বিলাসের কুসুমাকীর্ণ সেই পথ ধরে, আর বেশীর ভাগ সময়ই চড়াই-উৎরাই, খানা-খন্দক এর বিপুল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে জীবন এসে শেষ হয় একটা নির্ধারিত পরিনতিতে। এই প্রক্রিয়া যখন গতানুগতিক ও স্বাভাবিক হয় তখন তা বেদনামুক্ত না হলেও এর জন্য প্রস্তুতি থাকে, থাকে সহজভাবে গ্রহন করার বিভিন্ন যুক্তি আর প্রচেষ্টা। কিন্তু যখন কোন পূর্বাভাস, ইঙ্গিত আর প্রস্তুতি ছাড়াই জীবন মুখ থুবড়ে পড়ে, ঝর্ণার মত প্রাণ চঞ্চল আর উচ্ছল একটা জীবন হঠাৎ করেই বদ্ধ জলাশয়ের মতোই প্রাণহীন স্থবির হয়ে যায়, এক মুহূর্তের ব্যবধানে ওলট-পালট হয়ে যায় অনেক যত্নে পরিপাটি করে সাজানো সংসার নামের মায়াবী বাগান, সেই বেদনার ছবি আঁকা যথার্থই কঠিন।

সম্প্রতি তোলা ছবিতে বাম থেকে লিমা, এমা, ডাঃ চৌধুরী, নাজমা ভাবী ও সোমা

সিডনীর পশ্চিম পাড়ায় যাদের বসবাস তাদের মাঝে ডাঃ (মূর্তুজা রহমান) চৌধুরীকে চেনেনা বা তাঁর নাম শোনেনি এমন লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর । শুধু পশ্চিম পাড়া কেন, সিডনীর সমুদ্র সংলগ্ন পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণের বিস্তির্ন প্রান্তরে ডাঃ চৌধুরী ছিলেন একটা অতি পরিচিত নাম। এই প্রবাস জীবনে এমন সজ্জন, নিভৃত পরোপকারী বন্ধু দু'জন পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে

যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ২০০৩ সালের পহেলা এপ্রিল নিজ সার্জারীতে কাজ করার সময় তাঁর হৃদযন্ত্র ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়। হাসপাতালে দিনের পর দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তিনি আবার ফিরে এসেছেন জীবনের পরিমন্ডলে। তবে স্বাভাবিকভাবে নয়, বাকশক্তি রহিত অনাকাঙ্খিত ভয়ঙ্কর একটা হুইল চেয়ারে বসে। বেঁচে আছেন তিনি, আছেন তাঁর পরিবারের সাথে, আছেন আমাদেরই আশে-পাশে। কিন্তু সেই তিনি, সেই আগের ডঃ চৌধুরী আর নেই। কোথায় আছেন, কেমন আছেন আজ তিনি?

৯২তে আমরা যখন দক্ষিণ ব্ল্যাকটাউনে বাড়ী কিনে সেখানে বসবাস শুরু করি, তখনও ঐ পাড়ায় বাঙালীর সংখ্যা খুব একটা বেশী ছিল না। গ্রিফিথ ষ্ট্রিটে তখন সদ্য এসেছে সুমিওদা ও রুমি বৌদি। ডিন পার্কে থাকতেন আমার এককালীন সহকর্মী বড়ুয়াদা (উদয় শংকর বড়ুয়া) । রিচমন্ড রোড ধরে তার বাসায় যেতে হতো। বড়ুয়াদ নয়তো সবিতা বৌদিই মনে হয় একদিন বলেছিলেন, রিচমন্ড রোডে ডঃ চৌধুরী নামে একজন বাঙালী ডাক্তার বসেন। তাঁর নিজের একটা সার্জারী আছে। তারপর ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় অনেক বার তাকিয়ে তাকিয়ে সার্জারীটা দেখতে চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন দিন আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। ৯৩ এর মে মাসে আমাদের ছোট ছেলে পান্থর জন্ম হয় ব্ল্যাকটাউন হাসপাতালে। সেই সময় এই হাসপাতালেই এক নার্সের সাথে কথা বলার সময়, আমরা বাংলাদেশী শুনে, সাথে সাথে হাসিমাখা মুখে সে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি ডঃ চৌধুরীকে চেন? বাংলাদেশী ডাক্তার। তার চোখের দীপ্তি ও মুখের হাসি দেখে মনে হয় আমরা বোধহয় কোন পূণ্যের কাজ করে ফেলেছি। সেই পূণ্যটা হলো আমরা বাঙালী, আমরা ডঃ চৌধুরীর দেশের মানুষ। বলে, ডঃ চৌধুরী একজন খুব ভাল মানুষ, ভাল ডাক্তার। "It is very much worthwhile to keep in touch with him".

তারপর, কবে চৌধুরী ভায়ের সার্জারীতে প্রথম গিয়েছিলাম সেটা মনে নেই। তবে এইটা মনে আছে, প্রথম দিনের পরিচয়েই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। পরিচয়ের পরিধি দিয়ে যে সম্পর্কে গভীরতা নিরুপিত হয় না, তা তিনি যথার্থই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। একজন সৎ আদর্শ ডাক্তার, একজন বন্ধু, একজন অভিভাবক, কি ছিলেন না তিনি? শুধু আমার নয়, আমার মত অনেকের। শত শত বাঙালীর। তাঁর সার্জারীতে আসা মানুষের অসুখের মাত্রার ভিন্নতা ছিল নিঃসন্দেহে, তবে তাঁর আন্তরিকতা, সাহায্য করার প্রচেষ্টা ছিল অভিন্ন। আর সাহায্য? শ্যাম্পেল ঔষধ দিয়ে যে পার্থিব সাহায্যের শুরু, তার ঠিক শেষ যে কোথায়, সেটা আমার জানা নেই। আমার আশে পাশে যেটা ঘটতে দেখেছি তা দেখেই শ্রদ্ধায় মাথাটা ঝুঁকে আসে। আমাদেরই এক পারিবারিক বন্ধু একবার গাড়ী এক্সিডেন্ট করেছে। গাড়ী মেরামতের জন্যে পাঠানো হয়েছে গ্যারেজে। ছোট পরিবার। পরিবারে গাড়ী একটাই । ডঃ চৌধুরী জানতে পেরেছেন ঘটনা। তাকে কাছে ডেকে বললেন, "শুনলাম, তোমার গাড়ী নাকি এক্সিডেন্ট করে

এখন গ্যারেজে? আমার ছোট গাড়ীটা নিয়ে যাও। এই দেশে গাড়ী ছাড়া চলা যে কি কষ্ট আমি জানি"। শত আপত্তি সত্বেও জোর করে দিয়ে দিলেন নিজের একটা গাড়ী। আমার জানামতে তাঁর গসফোর্ডের বাড়ীতে দল বেঁধে হলিডে করে এসেছে একাধিক গ্রুপ, একাধিকবার। আমি নিজেও সেই আমন্ত্রন পেয়েছি কয়েকবার। বিভিন্ন কারণে শুধু যাওয়া হয়ে উঠেনি। প্রবাহ পত্রিকা শুরু করার সময় একদিন তার সাথে দেখা করে বললাম, "ভাই, আমরাতো একটা কমিউনিটি পত্রিকা বার করতে যাচ্ছি। আমি জানি আপনার সার্জারীর প্রচারণার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পত্রিকা বার করার জন্য আমাদের কিছু টাকার দরকার আছে। অতএব আপনাকে একটা *এড* দিতে হবে।" বিনা বাক্যে তিনি একটা চেক লিখে দিলেন। একাধিকবার তিনি সাহায্য করেছেন প্রবাহকে। শুধু প্রবাহ কেন, কমিউনিটির যে কোন কর্মকান্ডে তার কাছে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে এমন কথা কখনও শোনা যায়নি।

তখন মোবাইল ফোনের ব্যবহার মাত্র শুরু হয়েছে। খুব অল্প লোকজনের কাছেই মোবাইল ফোন দেখা যায়। জনৈক বাংলাদেশী বন্ধুর মাত্র কয়েক মাস বয়সের ছোট ছেলে ভীষণ অসুস্থ। তাকে ভরতি করতে হয়েছে হাসপাতালে। নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল তিনি জোর করে ধরিয়ে দিলেন মায়ের হাতে। বললেন, এখন যোগাযোগ রাখার জন্য তোমার এটা অনেক বেশী দরকার। প্রবাসী বাঙালীদের মা-বাবা, বয়স্ক আত্মীয় স্বজন বেড়াতে এসেছেন সিডনীতে। তাঁরা অসুস্থ বা চেক আপের প্রয়োজন । ছুটে এসেছেন ডঃ চৌধুরীর সার্জারীতে। পশ্চিম পাড়াতো বটেই, সিডনীর পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ার এমন অনেককেই আমি ভীড় করতে দেখেছি তাঁর ওখানে। অনেকে নিজের নামের মেডিকেয়ার কার্ড ব্যবহার করতে চেয়েছেন আত্মীয় স্বজনের জন্যে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এড়িয়ে গেছেন তিনি। আমার নিজের আত্মীয়কে নিয়েও একাধিকবার গেছি তাঁর কাছে। অত্যন্ত আন্তরিকতায় বিনা পারিশ্রমীকে সেবা প্রদান করেছেন তিনি। মনঃক্ষুন্নতো দূরের কথা, উপকার বা পূণ্যের পরিতৃপ্তিতে তার মুখমন্ডল মনে হয় এসময় অধিকতর উদ্ভাসিত হতে দেখেছি । যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিলেন তিনি, এই প্রবাসে এবং স্বদেশেও। কিন্তু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের কোথাও তার বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ ছিল না। উপকার করেছেন নিভৃতে, প্রচারণা চাননি।

ডাঃ চৌধুরী যে কেমন মানুষ ছিলেন, তার যথার্থ উপলব্ধি এসেছে ২০০৩ সালের ঐ এপ্রিল মাসে এসেই। তাঁকে দেখতে হাসপাতালে মানুষের ঢল নেমেছিল। তাঁর শুভ কামনাতেই জনগণকে শেষ পর্যন্ত আন্তরিক অনুরোধ করেতে হয়েছিল, হাসপাতাল পরিদর্শন থেকে বিরত থাকতে। এমনি মহতী হৃদয় এক ব্যক্তিত্ব, এমন পরোপকারী এক বন্ধুর সাথে আমার একটা আন্তরিক সম্পর্ক আছে এমন একটা বোধ নিজের অজান্তেই মনে হয় আমাকে পুলকিত করতো। সেই ভুল আমার ভেঙে যায় এই এপ্রিল মাসে এসেই। তখন রাস্তা-ঘাটে যে কোন বাঙালীর সাথে দেখা হলেই প্রথম কথা ছিল, চৌধুরী সাহেব কেমন আছেন ? তাঁর খবর কিছু জানেন? এমনি এক সময় ট্রেনে করে একদিন আসছি। আমার পাশে এসে বসলেন, আমার প্রতিবেশী, এক বাংলাদেশী বন্ধু। এক মিনিটের কথাবার্তাতেই জানতে পারলাম, চৌধুরী সাহেব তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার সাথে তাঁর (চৌধুরী ভায়ের) অন্য রকম একটা সম্পর্ক ছিল। প্রস্ঙ্গ ক্রমেই, তার পূববর্তী দিনের কিছু সুখ স্মৃতি তিনি উল্লেখ করলেন। এরপর কোয়েকার্স হিলের এক বাংলাদেশী ছোট ভায়ের সাথে একদিন কথা হলে জানতে পারলাম, তার সাথেও চৌধুরী ভায়ের অন্যরকম একটা সম্পর্ক ছিল। হেসেল গ্রোভ, ব্ল্যাকটাউন, বলকাম হিল, মাউন্ট ড্রুইট এবং সুদূর সাগর পাড়ের একাধিক মানুষের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছি তাদের

অনেকের সাথেই চৌধুরী ভায়ের একটা অন্যরকম সম্পর্ক ছিল। আসলে এই ছিলেন আমাদের সত্যিকার চৌধুরী ভাই। তাঁর একটা বিশেষ এবং অন্যরকম সম্পর্ক ছিল, শুধু আমার সাথে নয়, আমার মত আরো অনেকের সাথে, মনে হয় তার সান্নিধ্যে আসা প্রায় প্রতিটি মানুষের সাথেই। আমাদের সেই অন্যরকম সম্পর্কের মানুষটা আজ কেমন আছেন?

না, শারিরীক ভাবে তিনি খুব একটা ভাল নেই। হুইল চেয়ার তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। ক্যাসেল হিলের বিশাল বাড়ীর নিচের তলায় হুইল চেয়ারে তিনি ঘুরে বেড়ান এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে। সমস্ত কিছুই বোঝেন। প্রকাশ করতে পারেন না। একদিন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসে, ড্রইং রুমে অন্য কয়েকক জনের সাথে বসে মান্নাদের একটা পুরনো দিনের অতি পরিচিত গান শুনতে শুনতে, ছোট বাচ্চাদের মতো হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন। প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেন যথেষ্ট। শেষে মাথা ঝুঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেন। ডান হাত, আর ডান-পা এখনও অবশ। অতি সম্প্রতি হুইল চেয়ার থেকে উঠে ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন অল্প-স্বল্প। বাম হাত ব্যবহার করে কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে পারেন। স্বাক্ষর করতে পারেন বাম হাত দিয়ে। এত বড় দূর্ঘটনার পরেও অতিথি পরায়নতা ভুলেননি এতটুকু। বাড়ীতে কেউ বেড়াতে গেলে এখনও নাজমা ভাবীকে বাম হাত দিয়ে রান্না ঘর দেখিয়ে মেহমানদারীর জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। নাজমা ভাবী, লক্ষী মেয়ে সোমা ও লিমার সেবা, আর এমার ভালবাসায় কেটে যাচ্ছে আমাদের এক সময়ের অন্যরকম সম্পর্কের মানুষ চৌধুরী ভায়ের দিনগুলো।

সময়ের বিবর্তনে স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। এটাই হয়তো সত্য, চরম বাস্তব। সবকিছুই এক সময় স্বাভাবিক মনে হয়। জীবন এগিয়ে চলে নিজের পথে, নিজের গতিতে। তারপরও আজ বারে বারেই মনে হয়, চৌধুরী সাহেবের মতো মানুষের জীবনের প্রাপ্তি কি সত্যিই এতটুকু হওয়া উচিৎ ছিল?

জয়নাল আবেদীন, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া, Email # jabedin@aapt.net.au